গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বিএসসি শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

১১ শ্রাবণ, ১৪২৫
পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭-১২৩ তারিখঃ--------------------
২৬ জুলাই, ২০১৮

বিষয়ঃ "সরকারি খাতে পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়াকরণ নীতিমালা, ২০১৮" এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সরকারি খাতে পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়াকরণ নীতিমালা, ২০১৮ এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান, এম.পি এঁর সভাপতিত্বে ১৭-০৭-২০১৮ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ সভার কার্যবিবরণী।

২৬.৭.২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৮১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
০৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০৯। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১৫। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৬। মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
২০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা।
২১। বর্তমান চার্টারিং কমিটি'র সকল সদস্য।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/সংস্থা/বন্দর/উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বিএসসি শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭-

তারিখঃ ২৪ জুলাই, ২০১৮

বিষয়ঃ "সরকারি খাতে পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়াকরণ নীতিমালা, ২০১৮"এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব শাজাহান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ ও সময়ঃ ১৭-০৭-২০১৮, বিকাল ৩-০০ ঘটিকা।

সভার স্থানঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ **পরিশিষ্ট-"ক"**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন সচিব সভার আলোচ্যসূচি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)-কে অনুরোধ জানান।

২.০ সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির পক্ষে সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি খাতে পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়াকরণ নীতিমালা, ২০১৮ চূড়ান্ত করণের বিষয়ে বিগত ১৯-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিএসসি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালার উপর প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭-২৪, তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অংশীজনদের মতামত চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালার উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতসমূহ নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.১ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মতামতঃ অনুচ্ছেদ ৩ এর শিরোনাম অংশে "অনুসৃত নীতিমালার" পরিবর্তে "অনুসরণীয় নীতিমালা" হবে; অনুচ্ছেদ ২.১ এর শেষ লাইনে "প্রেরণ করতে হবে" শব্দসমূহ সংযোজন করতে হবে; অনুচ্ছেদ ২.৫ এ বর্ণিত "এড্রেস কমিশন" এর সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে; অনুচ্ছেদ ২.৫ এর দ্বিতীয় লাইনে ২.৫% হারে এড্রেস কমিশন হবে; অনুচ্ছেদ ৩.১ এ বর্তমান তালিকাভুক্তি ফি ও নবায়ন ফি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং অনুচ্ছেদের শেষ লাইনের শেষ অংশে "নির্ধারণ করা হবে" শব্দসমূহ সংযোজিত হবে; অনুচ্ছেদ ৪.২ এ বর্ণিত Ground Rule এর সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে।

২.২ কৃষি মন্ত্রণালয় এর মতামতঃ প্রথম অধ্যায় (সংজ্ঞা), উপানুচ্ছেদ ১.৫.৩ তে অর্পিত দায়িত্বের সংজ্ঞাটি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন ২০১৭ এর পাশাপাশি পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় তা পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক হবে। পিপিআর ২০০৮ এ 'অর্পিত ক্রয়কার্য' অর্থ কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর এর পক্ষে কোন ক্রয়কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যবহারকারী সত্ত্বা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোন ক্রয়কারীর উপর উহা সম্পাদনের জন্য অর্পিত ক্রয়কার্য। দ্বিতীয় অধ্যায় (ভাড়াকরণের বিধানাবলী) উপানুচ্ছেদ ২.১ তে প্রস্তাব সম্বলিত শিপমেন্ট লে-ক্যান শুরু হওয়ার নূন্যতম ১৫ দিন পূর্বে বিএসসি'র নিকট প্রেরণ করা বাঞ্চনীয় লেখা যেতে পারে। এতে পণ্য আমদানি/প্রাপ্তি দ্রুত সম্ভবপর হবে। তৃতীয় অধ্যায় (ভাড়া করার ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী), উপানুচ্ছেদ ৩.২ তে জাহাজ ভাড়াকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের নিমিত্ত ইজিপি কে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি সংযোজন করা যেতে পারে।

২.৩ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মতামতঃ খসড়া নীতিমালার অনুচ্ছেদ-২.১: কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা স্বায়িত্বশাসিত সংস্থা অথবা সরকারি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত জাহাজ ভাড়া করার প্রয়োজন হলে উক্ত সংস্থা জাহাজ ভাড়াকরণ সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব

(চাহিদাপত্র) সরকারের কার্যবিধিমালা (Rules of Business) ১৯৯৬ এর আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধিন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট অর্পণ করবে। উক্ত প্রস্তাব সংবলিত চাহিদাপত্র শিপমেন্টের লে-ক্যান শুরু হওয়ার ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে বিএসসি'র নিকট প্রেরণ করা বাঞ্চনীয়। উল্লেখ্য, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক জ্বালানী তেল, গ্যাস, এলএনজি, এলপিজি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতয়ি পণ্য পরিবহনে জাহাজ ভাড়া করার বিধানাবলী এক্ষত্রে প্রযোজ্য হবে না। সরকারি খাতে পণ্য পরিবহনে জাহাজ ভাড়াকরণ নীতিমালা, ২০১৮ (খসড়া)-এর ২.১-২.৬ তে উল্লিখিত শর্তসমূহ বর্ণিত ক্ষেত্রে যাতে সাংঘর্ষিক না হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

২.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর মতামতঃ অনুচ্ছেদ ১.১ পটভূমি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ হওয়া সমীচীন। অনুচ্ছেদ ১.৩.১ নীতিমালার উদ্দেশ্যে "আমদানি রপ্তানী বৃদ্ধিকরণ" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১.৪ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ভাড়া করা জাহাজ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বেসরকারি খাতে পণ্য পরিবহনে ব্যবহার করা যায় কী-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২.১ মুক্ত বাণিজ্যের যুগে শুধুমাত্র বিএসসি- এর মাধ্যমে জাহাজ ভাড়া করার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত কী-না তা পুনঃপরীক্ষা করা যেতে পারে। কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা আধাসররকারি প্রতিষ্ঠান কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এবং বিএসসি থেকে একই মূল্যে বা প্রায়ই একই মূল্যে জাহাজ ভাড়ার প্রস্তাব পেলে সেক্ষেত্রে বিএসসি'র জাহাজ উক্ত পণ্য পরিবহনে অগ্রাধিকার পাবে। অনুচ্ছেদ ৩.১০ শুধুমাত্র "মেসার্স এমআরসি বিজনেস ইনফরমেশন লিঃ এর নাম উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। এটা উম্মুক্ত রাখা যায় কী-না তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে। বিবিধ- খসড়াটি আদর্শ নীতিমালার ফরমেটে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। তাছাড়া, Rules of Business, 1996 এর Rule 10 এবং Rule 31 A যথাযথ অনুসরণ করা যেতে পারে।

২.৫ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর মতামতঃ খসড়া নীতিমালার অনুচ্ছেদ- ১.৪ এ "কার্যক্রমসমূহ" শব্দের পর "অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে" শব্দগুলো সংযোজন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ- ১.৫.৩: অর্পিত দায়িত্ব/ক্রয়কার্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় তা পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক হবে। পিপিআর ২০০৮ এ 'অর্পিত ক্রয়কার্য' অর্থ কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর এর পক্ষে কোন ক্রয়কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যবহারকারী সত্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোন ক্রয়কারীর উপর উহা সম্পাদনের জন্য অর্পিত ক্রয়কার্য। অনুচ্ছেদ ২.৩: শেষ লাইনের "তদারকি" শব্দ বাদ দেওয়া প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ২.৪: ২য় লাইনের নেয়া শেষে শব্দদ্বয়ের পর চার্টার পার্টিতে উল্লিখত বিষয়াদি নিষ্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে" শব্দগুলো সংযোজন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ৩.২: শেষ লাইনে আহবান করবে শব্দদ্বয়ের পর এবং "দরপত্র আহবানের পূর্বে দরপত্র দলিল সংশ্লিষ্ট অর্পণকারী সংস্থা থেকে অনুমোদন করে নিবে" শব্দগুলো সংযোজন করা প্রয়োজন।

২.৬ সেন্ট্রাল প্রকিউরম্যান্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিউ) এর মতামতঃ অনুচ্ছেদ ২.১: "সরকারি খাতে" শব্দগুচ্ছের পর "ফ্রি অন বোর্ড (এফওবি)" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১.৩.২: "সরকারি খাতে " শব্দগুচ্ছের পর "এফওবি" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১.৫.৪: "জাহাজে বাহিত" শব্দগুচ্ছের পর"অধিক পরিমান বিভাজ্য" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২.৩: "বিএসসি কর্তৃপক্ষ" শব্দগুচ্ছের পর ক্রয়কারী শব্দের পরিবর্তে "জাহাজ ভাড়াকারী এবং নির্বাহক এজেন্সী" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা যেতে পারে। " চার্টারার এর পক্ষে জাহাজ ভাড়ার চুক্তি (চার্টার পাটি) সম্পাদন," শব্দগুচ্ছের পর "ভাড়াকৃত জাহাজের" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২.৪: "আমদানিকৃত পণ্য খালাস ও" শব্দগুচ্ছ বিয়োজনপূর্বক উহা আমদারিকারক কর্তৃক শব্দগুচ্ছের পর যুক্ত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২.৫: শেষ লাইনে "প্রাপ্য হবে" শব্দগুচ্ছের পর এই মর্মে চার্টার পাটিতে উল্লেখ থাকবে শব্দগুলো সংযোজন করা যায় । অনুচ্ছেদ ২.৬: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৭৬ (১) (ছ) এর পরিবর্তে বিধি ৭৬(১)(ট) শব্দগুলো সংযোজন করা যায় । অনুচ্ছেদ ৩.১: "বিএসসি যথাযথ প্রক্রিয়া" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে বিএসসি পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ শব্দগুলো সংযোজন করা যায় । অনুচ্ছেদ ৩.৪: "সরকারি করাদি" শব্দদ্বয়ের পর এবং "ও আনুষংগিক অন্যান্য" শব্দগুচ্ছের পূর্বে মুনাফা, ঝুঁকি, ভৌগলিক অবস্থান, জটিলতা (Complexity), অনগ্রসরতা, ক্রয় কার্যস্থল হতে দূরত্ব, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে VAT এবং অগ্রিম আয়কর (AIT) শব্দগুলো সংযোজন করা যায় । অনুচ্ছেদ ৩.৫: "আর্থিক প্রস্তাব অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলো সংযোজন করা যায়। অনুচ্ছেদ ৩.৬: "দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী বিএসসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে শব্দগুলো সংযোজন করা যায় । অনুচ্ছেদ ৩.৭: "চুক্তি লংঘন" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে চুক্তির মৌলিক শর্ত শব্দগুলো সংযোজন করা যায়। "আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন, বিধি-বিধান" শব্দগুচ্ছের পর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে শব্দগুলো সংযোজন করা যায় । অনুচ্ছেদ ৩.৮: "উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি" শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে Amicable Settlement" শব্দগুচ্ছ সংযোজন করা যায়।

২.৭ নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর মতামতঃ বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ ৮৩ এর ৬৫ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন নাগরিক, কোম্পানী অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ, ডাইরেক্টর জেনারেল শিপিং এর পূর্বানুমতি ব্যতীত জাহাজ চার্টার করতে পারবে না। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা। নীতিমালাতে এমএসও ৮৩ এর এই ধারাটি সংযোজন করা প্রয়োজন বলে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর মনে করে।

২.৮ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর মতামতঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ এর ৪নং ধারার ২(ক) উপধারা মোতাবেক জাহাজ অথবা নৌযান অর্জন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দেওয়া, দখলে রাখা বা হস্তান্তর করার ক্ষমতা বিএসসির উপর অর্পণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রণীত খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করণের বিষয়ে বিপিসি'র সম্মতি রয়েছে।

২.৯ খাদ্য মন্ত্রণালয় এর মতামতঃ খসড়া নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.১ অনুচ্ছেদে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত জাহাজ ভাড়াকরণ দায়িত্ব (চাহিদাপত্র) বিএসসি'র নিকট অর্পণের ক্ষেত্রে ভাড়া নির্ধারণ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কোন মতামত/অংশগ্রহণ থাকবে কিনা তা উল্লেখ থাকতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.৬ অনুচ্ছেদের চার্টারার (পণ্য আমদানিকারক) এর পক্ষে বিএসসি কার্যক্রম সমন্বয় করবে বলা হয়েছে। পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে কার্যক্রমের বিষয়গুলো এক্ষণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২.১০ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মতামতঃ সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, প্রয়োজনে, বিএসসি'র জাহাজ ভাড়া করা বা বিএসসি'র মাধ্যমে জাহাজ ভাড়া করার বাধ্যবাধকতা আরোপের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী বিষয়। এমতাবস্থায়, গুরূত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী বিষয়ের উপর Rules of Business, 1996 অনুসরণপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.১১ সরকারি খাতে পণ্য পরিবহনে জাহাজ ভাড়াকরণ নীতিমালা, ২০১৮ (খসড়া)-এর সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ব্যাংক একমত পোষণ করেছে।

৩.০ এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালার উপর প্রাপ্ত মতামতসমূহ সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় এবং Rules of Business, 1996 এর Rule 10 অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার পর্যবেক্ষণের আলোকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় প্রণীত খসড়া নীতিমালাটির ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করে তা আরও অধিকতর সংশোধন/পুনর্গঠনকরতঃ Rules of Business, 1996 এর Rule-31A এবং Rule-16 অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

"প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালার উপর প্রাপ্ত মতামতসমূহ এবং আন্তমন্ত্রণালয় সভার পর্যবেক্ষণের আলোকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি অধিকতর সংশোধন/পুনর্গঠনকরতঃ Rules of Business, 1996 এর Rule 31A এবং Rule-16 অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে পুনরায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা যেতে পারে।"

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(শাজাহান খান, এম.পি)
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।